সংবাদ

তারিখ ... 15 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার —

পদোন্নতিতে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

● পদোন্নতি পেলেন মৃত ও দুর্নীতিবাজরা
● ভেঙে যাচ্ছে বিসিএস শিক্ষা সমিতি

রাকিব উদ্দিন

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন পদে পদোন্নতিতে ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে যোগ্য ও দক্ষ অনেক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি বঞ্চিত রেখে অযোগ্য এবং যাদের বিভাগীয় মামলা চলমান আছে, এমন কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এমনকি প্রায় তিন বছর মৃত এক ব্যক্তিকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটি বা ডিপিসি'র সভায় পদোন্নতির জন্য যাদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছিল, সেই তালিকা কাটছাঁট করে তদবিরকারী কর্মকর্তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

পদোন্নতিতে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে অসাধু ও বিএনপি-জামায়াতপন্থি কর্মকর্তাদের। পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও তা সংরক্ষণের কথা বলে যোগ্য কর্মকর্তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। অথচ অনেক বিষয়ে শূন্য পদের চেয়ে বেশি পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। আবার কিছু বিষয়ের শিক্ষককে ঢালাওভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। আর পদোন্নতির ১০ ভাগ সংরক্ষিত কোটা কেবল দু'একটি বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রেই কার্যকর করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সুবিধাভোগী আমলা ও বিসিএস শিক্ষা সমিতির কর্তাব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে এ অনিয়ম করেছে।

মৃত ও বিভাগীয় মামলা চলমান ব্যক্তিদের পদোন্নতির বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদ'কে বলেন, 'তথ্য বিভ্রাটের কারণে দু'একটি ভুল হয়েছে। তবে তা সংশোধনের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি বঞ্চিতদের পদোন্নতির বিষয়েও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে'। বিসিএস : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

বিসিএস : শিক্ষা ক্যাডার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা যায়, গত ১২ এপ্রিল বিসিএস শিক্ষা সাধারণ ক্যাডারে বিভিন্ন পদে পদোন্নতির প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে অধ্যাপক পদে ১৯৪ এবং সহযোগী অধ্যাপক পদে ৪৮৬ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়। এ পদোন্নতির প্রায় এক মাস আগে সর্বশেষ ডিপিসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে প্রথম পর্যায়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২১তম, ২২তম, (২৪তম'র আংশিকসহ) সহকারী অধ্যাপকের এক হাজার ১২টি শূন্য পদের মধ্যে ৮৬১ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়। পদোন্নতি বঞ্চিত শিক্ষকরা শীঘ্রই একটি অভিযোগনামা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রদান করছেন বলে তারা সংবাদ'কে জানিয়েছেন।

পদোন্নতি পেল মৃত ব্যক্তি : মাউশি সূত্র জানায়, পদোন্নতি তালিকার ৪৭৩ নম্বরে থাকা ফেনী সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক (হিসাববিজ্ঞান) শফিকুর রহমানকে (৩৩৭৮) সম্প্রতি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তিনি ২০০৯ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে তার সহকর্মীরা জানিয়েছেন।

এ বিষয় ফেনী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর উৎপল কান্তি বৈদ্য সংবাদ'কে বলেন, 'আমি প্রায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে অধ্যক্ষের দায়িত্বে আছি। কিন্তু শফিকুর রহমান নামে কোন শিক্ষক এখানে ছিল না'।

অনিয়মের চিত্র : সংশ্লিষ্টরা জানায়, ২০০৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর বেসরকারি কলেজ থেকে ১০ ভাগ কোটায় সরাসরি সহকারী অধ্যাপক হয়েছিল ড. ফিরোজুল ইসলাম (আইডি নং-১৭১৮৭), একই বছরের ১৪ জুন সরাসরি বেসরকারি কলেজ থেকে সহকারী অধ্যাপক হয়েছিলেন ওহিদুর রহমান (আইডি নং- ১৬৮২১), ২০০৫ সালের ২৭ নভেম্বর একইভাবে সহকারী অধ্যাপক হয়েছিলেন একেএম মুনিরুল ইসলাম (আইডি-১৫২৩১)। এবার তারা সবাই পদোন্নতি পেয়ে সহযোগী অধ্যাপক হয়েছেন। পদোন্নতি পেলেও আর্থিক বিধিঅনুযায়ী চাকরির ১০ বছর পূর্ণ না হলে তাদের বেতন স্কেল প্রদানের সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের সবাইকেই সহযোগী অধ্যাপকের বেতন স্কেল প্রদান করা হয়েছে।

৭তম বিসিএসে নিয়োগ পাওয়া এসএম শামসুজ্জামান (চট্টগ্রাম টিসিসি কর্মরত), ১১তম বিসিএসের মঞ্জুরুল আলম (ময়মনসিংহ টিসিসি) এখনও সহকারী অধ্যাপক। এবারও তারা পদোন্নতি পাননি।

শূন্যপদের চেয়ে বেশি পদোন্নতি : জানা যায়, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপক পদ শূন্য ছিল ৪টি, কিন্তু অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ১৪ জনকে। একই বিষয়ে সহযোগী অধ্যাপকের পদ শূন্য ছিল ১৯টি, কিন্তু এবার পদোন্নতি দেয়া হয়েছ ২২ জনকে।

এছাড়া উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে অধ্যাপকের ৯টি শূন্যপদের বিপরীতে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ১৮ জনকে। একই বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপকের ১০টি শূন্যপদের বিপরীতে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ৩১ জনকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপকের ৩৯টি শূন্যপদের বিপরীতে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ৩১ জনকে। হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে সহযোগী অধ্যাপকের ২০টি শূন্যপদের বিপরীতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ২৫ জনকে। রসায়ন বিষয়ের অধ্যাপকের সাতটি শূন্যপদের বিপরীতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ২৩ জনকে এবং একই বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপকের ২৩টি শূন্যপদের বিপরীতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে ৩৮ জনকে।

ইতিহাস বিষয় উপেক্ষিত : ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপকের পদ শূন্য ছিল ৩টি। অথচ অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে মাত্র একজনকে। একই বিষয়ে সহযোগী অধ্যাপকের পদ শূন্য ছিল ২৬টি, কিন্তু এর বিপরীতে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে মাত্র ১১ জনকে।

বিভাগীয় মামলা থাকা সত্ত্বেও পদোন্নতি : জানা যায়, জাল অভিজ্ঞতার সনদ ব্যবহার করে নিয়োগ পাওয়ায় (১০ ভাগ কোটা) বিভাগীয় মামলা চলমান আছে জনৈক সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। কিন্তু এবার তাকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা আরও জানায়, চাকরির ১৫ বছর পূর্তিতে ২০০৯ সালে সহকারী অধ্যাপক হয়েছিলেন জনৈক শিক্ষক জোহরা মোমতাজ। কিন্তু ২০০৩ সালের ৪ জানুয়ারি পদোন্নতির তারিখ দেখিয়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি তাকে ভূতাপেক্ষ সিনিয়রিটি প্রদান করা হয়। পরে গত ১২ এপ্রিল তাকে আবার সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এভাবে বেশকয়েকজন কর্মকর্তাকে বিধিউপেক্ষা করে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

সমিতির বক্তব্য : পদোন্নতির বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব অলিউল্লাহ মো. আজমতগীর সংবাদ'কে বলেছেন, 'প্রথমে পদোন্নতির জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই। আরও যারা সিনিয়র কর্মকর্তা পদোন্নতি বঞ্চিত আছেন, তাদের পদোন্নতির দাবি জানাই।'

শূন্যপদের চেয়ে বেশি কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, '১০ ভাগ সংরক্ষিত পদ থেকে তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির যেসব আইন-কানুন আছে, সেগুলোতে কিছু অসঙ্গতি আছে। ফলে সে অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দিতে হয়।'

তিনি আরও বলেন, '১৪তম বিসিএসে প্রায় আড়াইশ' কর্মকর্তা এখনও সহকারী অধ্যাপকই আছেন। অথচ ১৭তম বিসিএসের অনেক কর্মকর্তা সহযোগী অধ্যাপক হয়ে গেছেন [illegible]

ভেঙে যাচ্ছে বিসিএস শিক্ষা সমিতি : যোগ্য, দক্ষ ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক অনেক কর্মকর্তা পদোন্নতি বঞ্চিত হওয়ায় শিক্ষা ক্যাডারে অস্থিরতা চরম রূপ নিয়েছে। ভেঙে যাচ্ছে বিসিএস শিক্ষা সমিতি। বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগী কর্মকর্তারা ঢালাওভাবে পদোন্নতি দেয়ায় পদোন্নতি বঞ্চিত সরকার সমর্থক কর্মকর্তারা প্রগতিশীল বিসিএস শিক্ষা সমিতি নামে নতুন সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করেছে। তারা অভিযোগ করেছেন, বিসিএস শিক্ষা সমিতির শীর্ষস্থানীয় দু'একজন নেতা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও তারা মূলত বিএনপি-জামায়াতের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করছে।

এ বিষয়ে ২৪তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ফোরামের সভাপতি বিজয় কুমার ঘোষ সংবাদ'কে বলেছেন, 'আমাদের ক্যাডারের কর্মকর্তারা পদোন্নতি বঞ্চিত। পদোন্নতির জন্য বারবার দাবি জানালেও তা দেয়া হয়নি। ফলে শিক্ষকদের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।'

তিনি বলেন, 'বিষয়ভিত্তিক নয়, ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি প্রদান এবং শূন্যপদ না থাকলে সুপার নিউমারারী পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতি দিতে হবে।'